দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 APR 1987
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

022

মর্যাদার দাবীতে সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তারা ধর্মঘটে যাবেন

॥ নাঈমুল ইসলাম খান ॥

দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদার দাবীতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনরত দেশের সকল সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তা শীঘ্রই কর্মবিরতির কর্মসূচী গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে। অভিজ্ঞ মহলের মতে, সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তারা (এটিইও) ধর্মঘটে গেলে তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার ৬শ' ৪৪ কোটি টাকার সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। উল্লেখ্য, সরকারী পর্যালোচনায় দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় ৫শ' ৩৪ কোটি টাকার কর্মসূচীটিও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

এটিইওগণ পূর্বতন ৩৭০-৭৪৫ টাকার স্কেলে নিযুক্ত আছেন। বর্তমানে এই স্কেলে বেতন ৮০০-১৬৩০/- কিন্তু তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদাসহ ১৩৫০-২৭৫০/- টাকার বেতন স্কেল দাবী করছেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এটিইওগণ ৫ থেকে ১০ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ স্নাতক

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

মর্যাদার দাবী

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ডিগ্রীসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত (ডিপ্লোমাধারী)। অভিজ্ঞ মহলের মতে, সহকারী থানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের দাবী পূরণ করা হলে সরকারের বিশেষ কোন আর্থিক ক্ষতি হয় না। কারণ টাইম স্কেলের কারণে ৫ থেকে ১০ বছরের অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ প্রকৃতপক্ষে ঐ বেতন কাঠামোর কাছাকাছি অংকেই বেতন পাচ্ছেন।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ৫ বা তদূর্ধ বয়সের ছেলে-মেয়েদের শতকরা ৭০ ভাগ স্কুলে আনা এবং শিক্ষা অব্যাহত রাখা। পরিকল্পনার শুরুতে এর হার ছিল ৫৫ ভাগ। কিন্তু ১৯৮৫ সালে পরিকল্পনার মেয়াদ শেষে এই হার না বেড়ে কমে দাঁড়ায় শতকরা ৪৫ ভাগে।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় লক্ষ্যমাত্রা ৯০ ভাগ ছেলে-মেয়েকে স্কুলের আওতায় আনার লক্ষ্য বাস্তবায়নে বিপুল সংখ্যক এটিইও নিয়োগ করা হয়। পর্যবেক্ষক মহলের মতে, মূলতঃ এই এটিইওদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় ইতিমধ্যে ৬ বা তদূর্ধ বয়সের শতকরা ৬৭.৩ ভাগ ছেলে-মেয়েকে স্কুলে ভর্তি করানো এবং এর শতকরা ৮৬.৫৬ ভাগের শিক্ষা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়েছে। এই সময়ে স্কুলসমূহে শিক্ষক উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে শতকরা ৯৮.৮৬ ভাগ।